একোনাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের তীর্থে গমন

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে কিভাবে ভগবান বলদেব বল্বলকে হত্যার দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করলেন, বিভিন্ন পবিত্র তীর্থ স্থানে স্নান করলেন এবং ভীমসেন ও দুর্যোধনকে উপদেশের দ্বারা যুদ্ধ হতে বিরত করার চেষ্টা করলেন।

নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের যজ্ঞস্থলে পর্বকালে সমস্ত কিছু ধুলায় অস্পষ্ট করে পুঁজের ঘৃণ্য গন্ধময় এক তীব্র ঝড় প্রবাহিত হতে শুরু করল। তখন দানব বল্বল তার হাতে একটি ত্রিশূল সহ সেখানে উপস্থিত হল। তার বিশাল দেহ অতি কৃষ্ণকায় আর তার মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। শ্রীবলদেব তাঁর লাঙ্গল দ্বারা দানবটিকে আবদ্ধ করলেন এবং অতঃপর তাঁর গদা দ্বারা তার মস্তকে এক প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে বধ করলেন। ঋষিগণ ভগবান বলদেবের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন এবং তাঁকে প্রচুর পরিমাণে উপহার প্রদান করলেন।

শ্রীবলরাম অতঃপর তাঁর তীর্থ পর্যটন শুরু করলেন, এই পর্যটন কালে তিনি বহু পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ করলেন। তিনি যখন কুরু ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পেলেন, শ্রীভগবান কুরুক্ষেত্রে গমন করে ভীম ও দুর্যোধন উভয়কেই যুদ্ধ থেকে বিরত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাদের শত্রুতা এতই গভীর ছিল যে, তিনি তাদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। যুদ্ধকে ভাগ্যের আয়োজন হৃদয়ঙ্গম করে, ভগবান শ্রীবলদেব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন এবং দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিছুকাল পরে, বলরাম পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করলেন, সেখানে ঋষিগণ তাঁর হয়ে বেশ কয়েকটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। বলদেব ঋষিগণের অপ্রাকৃত জ্ঞানকে অনুমোদন করলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর নিত্য স্বরূপ প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ততঃ পর্বণ্যুপাবৃত্তে প্রচণ্ডঃ পাংশুবর্ষণঃ ।
ভীমো বায়ুরভূদ্ রাজন্ পূয়গন্ধস্তু সর্বশঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—অতঃপর; **পর্বণি**—পর্ব দিনে; **উপাবৃত্তে**—যখন তা আগমন করেছিল; **প্রচণ্ডঃ**—প্রচণ্ড; **পাংশু**—ধূলি; **বর্ষণঃ**—

বর্ষণ করে; ভীমঃ—ভয়ঙ্কর; বায়ুঃ—এক বায়ু; অভূৎ—উত্থিত হল; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); পূয়—পুঁজের; গন্ধঃ—গন্ধ; তু—এবং; সর্বশঃ—সর্বত্র।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অতঃপর, পর্বদিনে, হে রাজন, সর্বত্র ধূলি বিক্ষিপ্ত করে ও পুঁজের গন্ধ ছড়িয়ে এক প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর বায়ু উত্থিত হল।

শ্লোক ২

ততোঽমেধ্যময়ং বর্ষং বল্বলেন বিনির্মিতম্ ।
অভবদ্যজ্ঞশালায়াং সোঽন্বদৃশ্যত শূলধৃক্ ॥ ২ ॥

ততঃ—তখন; অমেধ্য—ঘৃণ্য বস্তু; ময়ম্—পূর্ণ; বর্ষম্—এক বর্ষা; বল্বলেন—বল্বল দ্বারা; বিনির্মিতম্—উৎপন্ন; অভবৎ—হল; যজ্ঞ—যজ্ঞের; শালায়াম্—স্থলে; সঃ—সে, বল্বল; অন্বদৃশ্যতে—এরপর আবির্ভূত হল; শূল—একটি ত্রিশূল; ধৃক্—বহন করে।

অনুবাদ

অতঃপর, যজ্ঞস্থলে বল্বল দ্বারা প্রেরিত ঘৃণ্য বস্তু সমূহের এক বর্ষণ আগমন করল, এরপরে দানব স্বয়ং ত্রিশূল হাতে আবির্ভূত হল।

শ্লোক ৩-৪

তং বিলোক্য বৃহৎকায়ং ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্ ।
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং দংষ্ট্রাগ্রভ্রুকুটীমুখম্ ॥ ৩ ॥
সস্মার মূষলং রামঃ পরসৈন্যবিদারণম্ ।
হলং চ দৈত্যদমনং তে তূর্ণমুপতস্থতুঃ ॥ ৪ ॥

তম্—তাকে; বিলোক্য—দেখতে; বৃহৎ—বিশাল; কায়ম্—দেহ; ভিন্ন—ভগ্ন; অঞ্জন—কাজলের; চয়—পুঞ্জীভূত; উপমম্—সদৃশ; তপ্ত—উত্তপ্ত; তাম্র—তামার মতো বর্ণের; শিখা—শিখা; শ্মশ্রুম্—এবং শ্মশ্রু; দংষ্ট্রা—তার দাঁত দ্বারা; উগ্র—ভয়ঙ্কর; ভ্রু—ভ্রূর; কুটী—খাঁজযুক্ত; মুখম্—মুখ; সস্মার—স্মরণ করলেন; মূষলম্—তাঁর গদা; রামঃ—শ্রীবলরাম; পর—বিরুদ্ধ; সৈন্য—সৈন্য; বিদারণম্—বিদীর্ণকারী; হলম্—তাঁর লাঙ্গল; চ—এবং; দৈত্য—দানব; দমনম্—দমনকারী; তে—তারা; তূর্ণম্—তৎক্ষণাৎ; উপতস্থতুঃ—নিজেরা উপস্থিত হল।

অনুবাদ

সেই বিশাল দানবটি ছিল ঘন অঙ্গার সদৃশ কালো। তার শিখা ও শ্মশ্রু ছিল তপ্ত তামার মতো এবং তার মুখে ছিল ভয়ানক বিষদাঁত ও খাঁজযুক্ত ভ্রূ। তাকে দর্শন করে ভগবান বলরাম তাঁর শত্রুসৈন্যদের খণ্ড খণ্ড করে বিদীর্ণকারী তাঁর গদা এবং দানবদের শাস্তিদানকারী তাঁর লাঙ্গল অস্ত্রের স্মরণ করলেন। এইভাবে আহূত হয়ে তাঁর অস্ত্রদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল।

শ্লোক ৫

তমাকৃষ্য হলাগ্রেণ বল্বলং গগনেচরম্ ।
মূষলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো মূর্ধ্নি ব্রহ্মদ্রুহং বলঃ ॥ ৫ ॥

তম্—তাকে; আকৃষ্য—তাঁর দিকে আকর্ষণ করে; হল—তাঁর লাঙ্গলের; অগ্রেণ—অগ্রভাগ দিয়ে; বল্বলম্—বল্বল; গগনে—আকাশে; চরম্—চারণকারী; মূষলেন—তাঁর গদা দিয়ে; অহনৎ—আঘাত করলেন; ক্রুদ্ধঃ—ক্রুদ্ধ; মূর্ধ্নি—মস্তকে; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণদের; দ্রুহম্—উৎপীড়নকারী; বলঃ—শ্রীবলরাম।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে আকাশচারী দানব বল্বলকে আবদ্ধ করলেন এবং তাঁর গদা দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে সেই ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নকারীর মস্তকে আঘাত করলেন।

শ্লোক ৬

সোঽপতদ্ভুবি নির্ভিন্নললাটোঽসৃক্ সমুৎসৃজন্ ।
মুঞ্চন্নার্তস্বরং শৈলো যথা বজ্রহতোঽরুণঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—সে, বল্বল; অপত্য—পতিত হল; ভুবি—ভূমিতে; নির্ভিন্ন—বিদীর্ণ; ললাটঃ—তার কপাল; অসৃক্—রক্ত; সমুৎসৃজন্—প্রচুর পরিমাণে; মুঞ্চন্—মোচন পূর্বক; আর্ত—আর্তের; স্বরম্—ধ্বনি; শৈলঃ—একটি পর্বত; যথা—মতো; বজ্র—বজ্র দ্বারা; হতঃ—হত; অরুণঃ—অরুণবর্ণ।

অনুবাদ

মৃত্যু যন্ত্রণায় বল্বল ক্রন্দন করে উঠে ভূপাতিত হল, তার কপাল বিদীর্ণ হয়েছিল এবং প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল তাকে বজ্রাহত অরুণবর্ণের পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে দানবটি রক্ত দ্বারা লালবর্ণের হয়ে উঠেছিল, যেন অরুণবর্ণের এক পর্বত।

শ্লোক ৭

সংস্তুত্য মুনয়ো রামং প্রযুজ্যাবিতথাশিষঃ ।
অভ্যষিঞ্চন্মহাভাগা বৃত্রঘ্নং বিবুধা যথা ॥ ৭ ॥

সংস্তুত্য—আন্তরিকভাবে স্তুতিপূর্বক; মুনয়ঃ—মুনিগণ; রামম্—শ্রীবলরাম; প্রযুজ্য—প্রদান করে; অবিতথ—অচ্যুত; আশিষঃ—আশীর্বাদ; অভ্যষিঞ্চন্—অভিষেক করলেন; মহা-ভাগাঃ—মহৎ ব্যক্তিত্ব; বৃত্র—বৃত্রাসুরের; ঘ্নম্—বিনাশক (দেবরাজ ইন্দ্র); বিবুধাঃ—দেবতাগণ; যথা—যেমন।

অনুবাদ

মুনিশ্রেষ্ঠগণ আন্তরিক স্তুতি দ্বারা শ্রীরামের পূজা করলেন এবং তাঁকে অচ্যুত আশীর্বাদ প্রদান করলেন। অতঃপর তারা তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান করলেন, ঠিক যেমন বৃত্রাসুরকে বধের পর দেবতারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন।

শ্লোক ৮

বৈজয়ন্তীং দদুর্মালাং শ্রীধামাম্লানপঙ্কজাম্ ।
রামায় বাসসী দিব্যে দিব্যান্যাভরণানি চ ॥ ৮ ॥

বৈজয়ন্তীম্—বৈজয়ন্তী নামক; দদুঃ—তারা প্রদান করলেন; মালাম্—ফুলের মালা; শ্রী—লক্ষ্মীদেবীর; ধাম—ধাম; অম্লান—অম্লান; পঙ্কজাম্—পদ্মফুলে প্রস্তুত; রামায়—শ্রীবলরামকে; বাসসী—এক জোড়া (উপরের ও নীচের) বস্ত্র; দিব্যে—বিচিত্র; দিব্যানি—দিব্য; আভরণানি—রত্নালঙ্কার; চ—এবং।

অনুবাদ

যেখানে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন সেই অম্লান-পদ্মের এক বৈজয়ন্তীমালা তাঁরা শ্রীবলরামকে প্রদান করলেন এবং তারা তাঁকে এক জোড়া দিব্য বসন ও আভরণও প্রদান করলেন।

শ্লোক ৯

অথ তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৌশিকীমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ ।
স্নাত্বা সরোবরমগাদ্ যতঃ সরযূরাস্রবৎ ॥ ৯ ॥

অথ—অতঃপর; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **অভ্যনুজ্ঞাতঃ**—অনুজ্ঞাত হয়ে; **কৌশিকীম্**—কৌশিকী নদীতে; **এত্য**—আগমনপূর্বক; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে; **স্নাত্বা**—স্নান করলেন; **সরোবরম্**—সরোবরে; **অগাৎ**—গমন করলেন; **যতঃ**—যেখান থেকে; **সরযূঃ**—সরযূ নদী; **আস্রবৎ**—প্রবাহিত হয়েছে।

অনুবাদ

অতঃপর, ঋষিগণ দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে, ভগবান ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে কৌশিকী নদীতে গমন করে স্নান করলেন। সেখান থেকে তিনি সেই সরোবরে গমন করলেন যেখান থেকে সরযূ নদী প্রবাহিত হয়েছে।

শ্লোক ১০

অনুস্রোতেন সরযূং প্রয়াগমুপগম্য সঃ ।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ জগাম পুলহাশ্রমম্ ॥ ১০ ॥

অনু—অনুসরণ করে; **স্রোতেন**—তার স্রোত; **সরযূম্**—সরযূ নদী বরাবর; **প্রয়াগম্**—প্রয়াগে; **উপগম্য**—আগমন করে; **সঃ**—তিনি; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **সন্তর্প্য**—তর্পণ পূর্বক; **দেব-আদীন্**—দেবতা ইত্যাদির; **জগাম**—তিনি গমন করলেন; **পুলহ-আশ্রমম্**—ঋষি পুলহের আশ্রমে।

অনুবাদ

ভগবান সরযূ নদীর প্রবাহ অনুসরণ করে প্রয়াগে এলেন, সেখানে তিনি স্নান করলেন এবং তারপর দেবতা ও অন্যান্য জীবের তর্পণ সম্পাদন করলেন। এরপর তিনি পুলহ ঋষির আশ্রমে গমন করলেন।

তাৎপর্য

পুলহাশ্রম হরি-ক্ষেত্র রূপেও পরিচিত।

শ্লোক ১১-১৫

গোমতীং গণ্ডকীং স্নাত্বা বিপাশাং শোণ আপ্লুতঃ ।
গয়াং গত্বা পিতৃনিষ্ট্বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১১ ॥
উপস্পৃশ্য মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং দৃষ্ট্বাভিবাদ্য চ ।
সপ্তগোদাবরীং বেণাং পম্পাং ভীমরথীং ততঃ ॥ ১২ ॥
স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ম্ ।
দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥

কামকোষ্ণীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীং চ সরিদ্বরাম্ ।
শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৪ ॥
ঋষভাদ্রিং হরেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মথুরাং তথা ।
সামুদ্রং সেতুমগমৎ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

গোমতীম্—গোমতী নদীতে; **গণ্ডকীম্**—গণ্ডকী নদীতে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **বিপাশাম্**—বিপাশা নদীতে; **শোণে**—শোণ নদীতে; **আপ্লুতঃ**—নিজেকে নিমজ্জিত করার পর; **গয়াম্**—গয়ায়; **গত্বা**—গমন করে; **পিতৃন্**—তাঁর পূর্বপুরুষগণের; **ইষ্ট্বা**—পূজা পূর্বক; **গঙ্গা**—গঙ্গার; **সাগর**—এবং সাগর; **সঙ্গমে**—সঙ্গমস্থলে; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে (স্নান করে); **মহা-ইন্দ্র-অদ্রৌ**—মহেন্দ্র পর্বতে; **রামম্**—শ্রীপরশুরাম; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অভিবাদ্য**—অভিবাদন করে; **চ**—এবং; **সপ্ত-গোদাবরীম্**—সপ্তগোদাবরীর মিলন স্থলে (গমন করে); **বেণাম্**—বেণা নদীতে; **পম্পাম্**—পম্পা নদীতে; **ভীম-রথীম্**—এবং ভীমরথী নদী; **ততঃ**—তারপর; **স্কন্দম্**—শ্রীস্কন্দ (কার্তিকেয়); **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **যযৌ**—গমন করলেন; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **শ্রী-শৈলম্**—শ্রী-শৈলে; **গিরি-শ**—ভগবান শিবের; **আলয়ম্**—বাসস্থান; **দ্রবিড়েষু**—দক্ষিণ রাজ্যে; **মহা**—মহা; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অদ্রিম্**—পর্বত; **বেঙ্কটম্**—বেঙ্কট রূপে পরিচিত (ভগবান বালাজীর ধাম); **প্রভুঃ**—ভগবান; **কাম-কোষ্ণীম্**—কাম-কোষ্ণীতে; **পুরীম্ কাঞ্চীম্**—কাঞ্চীপুরমে; **কাবেরীম্**—কাবেরীতে; **চ**—এবং; **সরিৎ**—নদীসমূহের; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **শ্রীরঙ্গ-আখ্যম্**—শ্রীরঙ্গরূপে পরিচিত; **মহা-পুণ্যম্**—মহা-পুণ্য-স্থান; **যত্র**—যেখানে; **সন্নিহিতঃ**—প্রকাশিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ (রঙ্গনাথ রূপে); **ঋষভ-অদ্রিম্**—ঋষভ পর্বত; **হরেঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **দক্ষিণাম্ মথুরাম্**—দক্ষিণের মথুরা (মাদুরাই, মীনাক্ষীদেবীর আলয়); **তথা**—ও; **সামুদ্রম্**—সাগরে; **সেতুম্**—সেতুতে (সেতুবন্ধ); **আগমৎ**—তিনি গমন করলেন; **মহা**—মহা; **পাতক**—পাপসমূহ; **নাশনম্**—যা বিনাশ করে।

অনুবাদ

ভগবান বলরাম গোমতী, গণ্ডকী ও বিপাশা নদীসমূহে স্নান করলেন এবং তিনি শোণ নদীতেও ডুব দিয়েছিলেন। তিনি গয়ায় গমন করে সেখানে তাঁর পূর্বপুরুষগণের পূজা করলেন এবং গঙ্গার সঙ্গম স্থলে তিনি শুদ্ধ স্নান সম্পাদন করলেন। মহেন্দ্র পর্বতে তিনি শ্রীপরশুরামকে দর্শন করলেন এবং তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি গোদাবরী নদীর সাতটি শাখায় স্নান করলেন এবং বেণা, পম্পা ও ভীমরথী নদীসমূহেও তিনি স্নান করলেন। এরপর ভগবান

বলরাম স্কন্দদেবের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং ভগবান গিরিশের ধাম শ্রীশৈল দর্শন করলেন। দ্রাবিড় দেশ নামে পরিচিত দক্ষিণ অঞ্চলে ভগবান পবিত্র বেঙ্কট পর্বত এবং কামকোষ্ঠী ও কাঞ্চী নগরী, নদীশ্রেষ্ঠা কাবেরী ও ভগবান কৃষ্ণ যেখানে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন সেই পরম পবিত্র ক্ষেত্র শ্রীরঙ্গ দর্শন করলেন। সেখান থেকে তিনি ঋষভ পর্বতে ও ভগবান কৃষ্ণের ক্ষেত্র, দক্ষিণ মথুরায় গমন করলেন। অতঃপর তিনি সেতুবন্ধে আগমন করলেন, যেখানে অত্যন্ত কঠিন পাপসমূহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সাধারণতঃ কেউ মৃত পূর্বপুরুষগণের পূজার জন্য গয়ায় গমন করেন। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুযায়ী, যদিও শ্রীবলরামের পিতা ও প্রপিতামহ তখনও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতার নির্দেশ ছিল যে তিনি যেন গয়ায় যত্নসহকারে তাঁর পূর্বপুরুষগণের পূজা করেন। *বৈষ্ণব-তোষণী* থেকে ভাব গ্রহণ করে আচার্য আরও বর্ণনা করছেন যে যদিও শ্রীবলরাম জগন্নাথ পুরীর খুব নিকটেই এসেছিলেন, কিন্তু তিনি সেখানে যাননি, কারণ সেখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র ও সুভদ্রার রূপ মধ্যে নিজেকে পূজা করার বিড়ম্বনা তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬-১৭

তত্রাযুতমদাদ্ধেনূর্ব্রাহ্মণেভ্যো হলায়ুধঃ ।
কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং মলয়ং চ কুলাচলম্ ॥ ১৬ ॥
তত্রাগস্ত্যং সমাসীনং নমস্কৃত্যাভিবাদ্য চ ।
যোজিতস্তেন চাশীর্ভিরনুজ্ঞাতো গতোঽর্ণবম্ ।
দক্ষিণং তত্র কন্যাখ্যাং দুর্গাং দেবীং দদর্শ সঃ ॥ ১৭ ॥

তত্র—সেখানে (সেতুবন্ধে, রামেশ্বরম রূপেও পরিচিত); **অযুতম্**—দশ সহস্র; **অদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **ধেনূঃ**—গাভী; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণগণকে; **হল-আয়ুধঃ**—শ্রীবলরাম, যাঁর অস্ত্র হচ্ছে লাঙ্গল; **কৃতমালাম্**—কৃতমালা নদীতে; **তাম্রপর্ণীম্**—তাম্রপর্ণী নদীতে; **মলয়ম্**—মলয়; **চ**—এবং; **কুল-অচলম্**—প্রধান পর্বতমালা; **তত্র**—সেখানে; **অগস্ত্যম্**—অগস্ত্য ঋষিকে; **সমাসীনম্**—আসীন (ধ্যানে); **নমস্কৃত্য**—প্রণাম করে; **অভিবাদ্য**—মহিমা কীর্তন করে; **চ**—এবং; **যোজিতঃ**—প্রাপ্ত হলেন; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **চ**—এবং; **আশীর্ভিঃ**—আশীর্বাদ; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুজ্ঞা ক্রমে; **গতঃ**—তিনি গমন করলেন; **অর্ণবম্**—সাগরে; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ; **তত্র**—সেখানে; **কন্যা-আখ্যাম্**—কন্যাকুমারী নামে পরিচিত; **দুর্গাম্ দেবীম্**—দুর্গাদেবী; **দদর্শ**—দর্শন করলেন; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

সেখানে সেতুবন্ধে [রামেশ্বরম্] ভগবান হলায়ুধ ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র গাভী দান করলেন। তিনি অতঃপর কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী নদী ও বিশাল মলয় পর্বতে গমন করেছিলেন। মলয় পর্বতমালায় ভগবান বলরাম অগস্ত্য ঋষিকে ধ্যানে আসীন প্রাপ্ত হলেন। ঋষিকে প্রণাম নিবেদন করার পর, ভগবান তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন এবং তারপর তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। অগস্ত্যের অনুজ্ঞাক্রমে, তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরের দিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে তিনি দেবীদুর্গাকে তাঁর কন্যাকুমারী রূপে দর্শন করলেন।

শ্লোক ১৮

ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্ ।
বিষ্ণুঃ সন্নিহিতো যত্র স্নাত্বাস্পর্শদ্ গবাযুতম্ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; ফাল্গুনম্—ফাল্গুন; আসাদ্য—আগমন করে; পঞ্চ-অপ্সরসম্—পঞ্চ অপ্সরার সরোবর; উত্তমম্—উত্তম; বিষ্ণুঃ—ভগবান, বিষ্ণু; সন্নিহিতঃ—প্রকাশিত হয়েছিলেন; যত্র—যেখানে; স্নাত্বা—স্নান করে; অস্পর্শৎ—তিনি স্পর্শ করলেন (দান রূপে প্রদত্ত আচারের অংশ রূপে); গব—গাভী; অযুতম্—দশ সহস্র।

অনুবাদ

তারপর তিনি ফাল্গুন তীর্থে গমন করলেন এবং পবিত্র পঞ্চাপ্সরা সরোবরে অবগাহন করলেন, যেখানে ভগবান বিষ্ণু প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেই স্থানে তিনি আরও দশ সহস্র গাভী দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৯-২১

ততোঽভিব্রজ্য ভগবান্ কেরলাংস্তু ত্রিগর্তকান্ ।
গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জটেঃ ॥ ১৯ ॥
আর্যাং দ্বৈপায়নীং দৃষ্ট্বা শূর্পারকমগাদ্ বলঃ ।
তাপীং পয়োষ্ণীং নির্বিন্ধ্যামুপস্পৃশ্যাথ দণ্ডকম্ ॥ ২০ ॥
প্রবিশ্য রেবামগমদ্ যত্র মাহিষ্মতী পুরী ।
মনুতীর্থমুপস্পৃশ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ ॥ ২১ ॥

ততঃ—অতঃপর; অভিব্রজ্য—ভ্রমণপূর্বক; ভগবান্—ভগবান; কেরলান্—কেরল দেশ; তু—এবং; ত্রিগর্তকান্—ত্রিগর্ত; গোকর্ণ-আখ্যাম্—গোকর্ণ নামক (কর্ণাটকের

উত্তরাঞ্চলে আরব সাগরের উপকূলে); **শিব-ক্ষেত্রম্**—ভগবান শিবের পবিত্র স্থান; **সান্নিধ্যম্**—প্রকাশ; **যত্র**—যেখানে; **ধূর্জটেঃ**—দেবাদিদেব শিবের; **আর্যাম্**—পূজ্যা দেবী (পার্বতী, ভগবান শিবের মহিষী); **দ্বৈপ**—একটি দ্বীপে (গোকর্ণের নিকটে সমুদ্র উপকূলে); **আয়ণীম্**—যিনি বাস করেন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **শূর্পারকম্**—পবিত্র শূর্পারক জেলাতে; **অগাৎ**—গমন করলেন; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **তাপীম্ পয়োষ্ণীম্ নির্বিন্ধ্যাম্**—তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যা নদীতে; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে; **অথ**—তারপর; **দণ্ডকম্**—দণ্ডক অরণ্য; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **রেবাম্**—রেবা নদীতে; **অগমৎ**—তিনি গমন করলেন; **যত্র**—যেখানে; **মাহিষ্মতী পুরী**—মাহিষ্মতী নগরী; **মনু-তীর্থম্**—মনু-তীর্থে; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে; **প্রভাসম্**—প্রভাসে; **পুনঃ**—পুনরায়; **আগমৎ**—তিনি আগমন করলেন।

অনুবাদ

ভগবান অতঃপর কেরল ও ত্রিগর্ত দেশ ভ্রমণ করে যেখানে ভগবান ধূর্জটি (শিব) সরাসরিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, ভগবান শিবের সেই পবিত্র গোকর্ণ নগরী গমন করলেন। দ্বীপবাসিনী দেবী পার্বতীকেও দর্শন করার পর, শ্রীবলরাম পবিত্র জেলা শূর্পারকে গমন করলেন এবং তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যা নদীসমূহে স্নান করলেন। অতঃপর তিনি দণ্ডক অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং মাহিষ্মতী প্রতিষ্ঠিত নগরী সহ, রেবা নদীতে গমন করলেন। তারপর তিনি মনু-তীর্থে স্নান করলেন এবং অবশেষে প্রভাসে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ২২

শ্রুত্বা দ্বিজৈঃ কথ্যমানং কুরুপাণ্ডবসংযুগে ।
সর্বরাজন্যনিধনং ভারং মেনে হৃতং ভুবঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **কথ্যমানম্**—বর্ণিত; **কুরু-পাণ্ডব**—কুরু ও পাণ্ডবগণের মধ্যে; **সংযুগে**—যুদ্ধে; **সর্ব**—সকলের; **রাজন্য**—রাজা; **নিধনম্**—নিধন; **ভারম্**—ভার; **মেনে**—তিনি ভাবলেন; **হৃতম্**—হরণ করা হয়েছে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

কিভাবে কুরু ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধে যুক্ত সকল রাজাগণ হত হয়েছিল কয়েকজন ব্রাহ্মণের কাছে ভগবান তা শ্রবণ করলেন। তা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে পৃথিবী এখন তার ভার মুক্ত হয়েছে।

শ্লোক ২৩

স ভীমদুর্যোধনয়োর্গদাভ্যাং যুধ্যতোর্মৃধে ।
বারয়িষ্যন্ বিনশনং জগাম যদুনন্দনঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—তিনি, শ্রীবলরাম; **ভীম-দুর্যোধনয়োঃ**—ভীম ও দুর্যোধন; **গদাভ্যাম্**—গদা দ্বারা; **যুধ্যতোঃ**—যারা যুদ্ধরত ছিল; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **বারয়িষ্যন্**—বিরত করার উদ্দেশে; **বিনশনম্**—যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে; **জগাম্**—যাত্রা করলেন; **যদু**—যদুগণের; **নন্দনঃ**—প্রিয়তম পুত্র (শ্রীবলরাম)।

অনুবাদ

তখন শ্রীবলরাম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে গমন করলেন।

শ্লোক ২৪

যুধিষ্ঠিরস্তু তং দৃষ্ট্বা যমৌ কৃষ্ণার্জুনাবপি ।
অভিবাদ্যাভবংস্তূষ্ণীং কিং বিবক্ষুরিহাগতঃ ॥ ২৪ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ—রাজা যুধিষ্ঠির; **তু**—কিন্তু; **তম্**—তাঁকে, শ্রীবলরাম; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **যমৌ**—যমজ ভ্রাতা; নকুল ও সহদেব; **কৃষ্ণ-অর্জুনৌ**—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন; **অপি**—ও; **অভিবাদ্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **অভবন্**—তাঁরা ছিলেন; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **কিম্**—কি; **বিবক্ষুঃ**—বলার উদ্দেশ্যে; **ইহ**—এখানে; **আগতঃ**—আগমন করেছেন।

অনুবাদ

যখন যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল ও সহদেব শ্রীবলরামকে দর্শন করলেন তারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না, ভাবলেন "তিনি এখানে আমাদের কি বলতে এসেছেন?"

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "তাঁদের এইরকম নীরব থাকার কারণ হচ্ছে, শ্রীবলরাম দুর্যোধনের প্রতি কিছুটা স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং দুর্যোধন শ্রীবলরামের কাছে গদাযুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেছিলেন। এইভাবে ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা মনে করলেন যে দুর্যোধনের অনুকূলে কিছু বলার জন্য বলরাম হয়ত সেখানে এসেছেন আর তাই তারা নীরব রইলেন।"

শ্লোক ২৫

গদাপাণী উভৌ দৃষ্ট্বা সংরব্ধৌ বিজয়ৈষিণৌ ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরন্তাবিদমব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥

গদা—গদা সহ; **পাণী**—তাদের হস্তে; **উভৌ**—তাদের উভয়কে, দুর্যোধন এবং ভীম; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সংরব্ধৌ**—ক্রুদ্ধ; **বিজয়**—বিজয়; **এষিণৌ**—সংগ্রাম রত; **মণ্ডলানি**—মণ্ডলাকারে; **বিচিত্রাণি**—বিচিত্র; **চরন্তৌ**—বিচরণশীল; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম দুর্যোধন ও ভীমকে, তাদের হাতে গদা সহ দেখলেন এবং তারা উভয়ে ক্রুদ্ধভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য সংগ্রামরত দক্ষতার সঙ্গে মণ্ডলাকারে পরিক্রমণশীল ছিলেন। তখন ভগবান তাদের এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২৬

যুবাং তুল্যবলৌ বীরৌ হে রাজন্ হে বৃকোদর ।
একং প্রাণাধিকং মন্যে উতৈকং শিক্ষয়াধিকম্ ॥ ২৬ ॥

যুবাম্—তোমরা দুইজন; **তুল্য**—সমান; **বলৌ**—বলবান; **বীরৌ**—যোদ্ধা; **হে রাজন্**—হে রাজন (দুর্যোধন); **হে বৃকোদর**—হে ভীম; **একম্**—একজন; **প্রাণ**—দৈহিকভাবে; **অধিকম্**—অধিক; **মন্যে**—আমি বিবেচনা করি; **উত**—অপরপক্ষে; **একম্**—একজন; **শিক্ষয়া**—শিক্ষার নিরিখে; **অধিকম্**—অধিক।

অনুবাদ

[শ্রীবলরাম বললেন—] রাজা দুর্যোধন! এবং ভীম! শ্রবণ কর! যুদ্ধের বিক্রমে তোমরা দুই যোদ্ধাই সমান। আমি জানি যে তোমাদের মধ্যে একজন দৈহিকভাবে মহাবলশালী, আর অন্যজন প্রয়োগকৌশলগত শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

ভীম ছিল দৈহিকভাবে অধিক শক্তিশালী, কিন্তু দুর্যোধন ছিলেন প্রয়োগ কৌশলের নিরিখে শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২৭

তস্মাদেকতরস্যেহ যুবয়োঃ সমবীর্যয়োঃ ।
ন লক্ষ্যতে জয়োঽন্যো বা বিরমত্বফলো রণঃ ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **একতরস্য**—উভয়ের মধ্যে কোন একজনের; **ইহ**—এখানে; **যুবয়োঃ**—তোমাদের; **সম**—সমান; **বীর্যয়োঃ**—যাদের বিক্রম; **ন লক্ষ্যতে**—দেখতে পারা যায় না; **জয়ঃ**—জয়; **অন্যঃ**—প্রতিপক্ষের (পরাজয়); **বা**—বা; **বীরমতু**—বিরত হউক; **অফলঃ**—নিষ্ফল; **রণঃ**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

যেহেতু তোমরা যুদ্ধ বিক্রমে এতটাই সমানভাবে তুল্য, তাই আমি দেখতে পারছি না যে, কিভাবে তোমাদের দুইজনের একজন জয়ী বা পরাজিত হবে। সুতরাং এই নিষ্ফল যুদ্ধ বন্ধ কর।

শ্লোক ২৮

ন তদ্বাক্যং জগৃহতুর্বদ্ধবৈরৌ নৃপার্থবৎ ।
অনুস্মরন্তাবন্যোন্যং দুরুক্তং দুষ্কৃতানি চ ॥ ২৮ ॥

ন—না; **তৎ**—তাঁর; **বাক্যম্**—কথা; **জগৃহতুঃ**—তাদের দুইজনে গ্রহণ করল; **বদ্ধ**—বদ্ধ; **বৈরৌ**—যাদের শত্রুতা; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **অর্থবৎ**—যুক্তিযুক্ত; **অনুস্মরন্তৌ**—নিরন্তর স্মরণ করে; **অন্যোন্যম্**—একে অপরের সম্বন্ধে; **দুরুক্তম্**—কর্কশ বাক্য; **দুষ্কৃতানি**—দুর্ব্যবহার; **চ**—ও।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] হে রাজন, যদিও শ্রীবলরামের অনুরোধটি ছিল যুক্তিযুক্ত, কিন্তু তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ছিল অপরিবর্তনীয়, তাই তারা তা গ্রহণ করল না। উভয়ের প্রত্যেকে নিরন্তর একে অপরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অপমান ও ক্ষতিসাধনের কথা স্মরণ করতে লাগল।

শ্লোক ২৯

দিষ্টং তদনুমন্বানো রামো দ্বারবতীং যযৌ ।
উগ্রসেনাদিভিঃ প্রীতৈর্জ্ঞাতিভিঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৯ ॥

দিষ্টম্—ভাগ্য; **তৎ**—তা; **অনুমন্বানঃ**—সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **যযৌ**—গমন করলেন; **উগ্রসেন-আদিভিঃ**—উগ্রসেন প্রমুখ; **প্রীতৈঃ**—প্রীত; **জ্ঞাতিভিঃ**—তার পরিবারের সদস্যগণ দ্বারা; **সমুপাগতঃ**—মিলিত হলেন।

অনুবাদ

যুদ্ধটি ছিল ভাগ্যের আয়োজন, এই সিদ্ধান্ত করে, শ্রীবলরাম দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাকে দর্শনে প্রীত উগ্রসেন ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়গণ দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে *দিষ্টম্* অর্থাৎ 'ভাগ্য' শব্দটি নির্দেশ করছে যে ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে যুদ্ধটি ছিল ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা নির্দেশিত ও চালিত।

শ্লোক ৩০

তং পুনর্নৈমিষং প্রাপ্তমৃষয়োঽযাজয়ন্মুদা ।
ক্রত্বঙ্গং ক্রতুভিঃ সর্বৈর্নিবৃত্তাখিলবিগ্রহম্ ॥ ৩০ ॥

তম্—তিনি, শ্রীবলরাম; **পুনঃ**—পুনরায়; **নৈমিষম্**—নৈমিষারণ্যে; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হলেন; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **অযাজয়ন্**—বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনে নিযুক্ত করলেন; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **ক্রতু**—সকল যজ্ঞের; **অঙ্গম্**—মূর্তিস্বরূপ; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা; **সর্বৈঃ**—সকল ধরনের; **নিবৃত্ত**—যিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; **অখিল**—সকল; **বিগ্রহম্**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

অনন্তর তিনি পুনরায় নৈমিষক্ষেত্রে উপস্থিত হলে ঋষিগণ অখিলযুদ্ধ বিগ্রহ হতে নিবৃত্তচিত্ত এবং যজ্ঞমূর্তিস্বরূপ বলদেবের দ্বারা যজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "[যখন শ্রীবলরাম] পবিত্র তীর্থ-স্থান নৈমিষারণ্যে গমন করলেন....ঋষিগণ, সাধু ব্যক্তিগণ এবং ব্রাহ্মণগণ সকলে তাঁকে দণ্ডায়মান হয়ে স্বাগত জানালেন। তারা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ক্ষত্রিয় হলেও শ্রীবলরাম এখন যুদ্ধকার্য হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ এতে অতীব তুষ্ট হলেন। পরম প্রীতিভরে আলিঙ্গন করে ঐ পবিত্র নৈমিষারণ্যে নানাবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাঁরা শ্রীবলরামকে উদ্বুদ্ধ করলেন। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য নির্ধারিত যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রীবলরামের সম্পন্ন করার কোনই প্রয়োজন নেই—কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান, আর তাই ঐ সকল যজ্ঞের তিনিই একমাত্র ভোক্তা। এই জন্য তাঁর এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন হচ্ছে শুধু বৈদিক অনুশাসন পালনের উপায় জনগণকে শিক্ষা দেওয়া।"

শ্লোক ৩১

তেভ্যো বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং ভগবান্ ব্যতরদ্বিভুঃ ।
যেনৈবাত্মন্যদো বিশ্বমাত্মানং বিশ্বগং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥

তেভ্যঃ—তাদেরকে; **বিশুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ; **বিজ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **ভগবান্**—ভগবান; **ব্যতরৎ**—প্রদান করলেন; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **আত্মনি**—তাঁর মধ্যে, ভগবান; **অদঃ**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **আত্মানম্**—তিনি স্বয়ং; **বিশ্ব-গম্**—বিশ্বে ব্যাপ্ত; **বিদুঃ**—তারা অনুভব করতে পারেন।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান বলরাম ঋষিগণকে বিশুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করলেন, যার দ্বারা তাঁরা সমগ্র বিশ্বকে তাঁর মধ্যে এবং তাঁকেও সমস্তকিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত দর্শন করতে পারলেন।

শ্লোক ৩২

স্বপত্যাবভৃথস্নাতো জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদ্বৃতঃ ।
রেজে স্বজ্যোৎস্নয়েবেন্দুঃ সুবাসাঃ সুষ্ঠুলঙ্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

স্ব—তাঁর সঙ্গে একত্রে; **পত্যা**—পত্নী; **অবভৃথ**—যজ্ঞের সমপনান্তে কৃত অবভৃথ অনুষ্ঠান দ্বারা; **স্নাতঃ**—স্নাত হয়ে; **জ্ঞাতি**—তাঁর পরিবারের নিকট সদস্যগণ দ্বারা; **বন্ধু**—অন্যান্য আত্মীয়গণ; **সুহৃৎ**—এবং বন্ধু; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **রেজে**—দীপ্তিমান রূপে তিনি প্রকাশিত হলেন; **স্ব-জ্যোৎস্নয়া**—তার আপন কিরণ দ্বারা; **ইব**—যেন; **ইন্দুঃ**—চন্দ্র; **সু**—সু; **বাসাঃ**—বসন পরিহিত; **সুষ্ঠু**—সুন্দরভাবে; **অলঙ্কৃতঃ**—বিভূষিত।

অনুবাদ

তাঁর পত্নী সহ অবভৃথ স্নান সম্পাদনের পর সুন্দররূপে বসন পরিহিত ও অলঙ্কৃত শ্রীবলরাম তাঁর পরিবারের নিকট আত্মীয় ও বন্ধুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ জ্যোতির্ময় রশ্মি পরিবৃত চন্দ্রের মতো দীপ্তিমান রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে এই দৃশ্যটির বর্ণনা করছেন—"তারপর শ্রীবলরাম যজ্ঞানুষ্ঠানের পর গ্রহণীয় 'অবভৃথ' স্নান করলেন। তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুগণের সমাবেশে নতুন রেশম বস্ত্র ও সুন্দর রত্নালংকারে ভূষিত হলে শ্রীবলরামকে নক্ষত্র খচিত আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মতই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।"

শ্লোক ৩৩

ঈদৃগ্বিধান্যসংখ্যানি বলস্য বলশালিনঃ ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য মায়ামর্ত্যস্য সন্তি হি ॥ ৩৩ ॥

ঈদৃক-বিধানি—এই ধরনের; **অসংখ্যানি**—অসংখ্য; **বলস্য**—শ্রীবলরামের; **বলশালিনঃ**—বলশালী; **অনন্তস্য**—অনন্ত; **অপ্রমেয়স্য**—অপ্রমেয়; **মায়া**—তাঁর মায়া শক্তির দ্বারা; **মর্ত্যস্য**—যেন এক নশ্বর রূপে যিনি আবির্ভূত; **সন্তি**—সেখানে; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

অনন্ত ও অপ্রমেয় ভগবান, যাঁর মায়াশক্তি তাঁকে এক মনুষ্যরূপে প্রকাশিত করেছে, সেই বলশালী বলরাম দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য অসংখ্য লীলা সম্পাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

যোঽনুস্মরেত রামস্য কর্মাণ্যদ্ভুতকর্মণঃ ।
সায়ং প্রাতরনন্তস্য বিষ্ণোঃ স দয়িতো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

যঃ—যিনি; **অনুস্মরেত**—নিয়মিত স্মরণ করেন; **রামস্য**—ভগবান বলরামের; **কর্মাণি**—চরিত; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **কর্মণঃ**—যার সকল কার্যকলাপ; **সায়ম্**—সায়ংকালে; **প্রাতঃ**—প্রভাতে; **অনন্তস্য**—যিনি অসীম; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান, বিষ্ণু; **সঃ**—তিনি; **দয়িতঃ**—প্রিয়; **ভবেৎ**—হন।

অনুবাদ

অনন্ত ভগবান বলরামের সকল কার্যকলাপই অদ্ভুত। যিনি নিয়মিত প্রভাতে ও সায়ংকালে তা স্মরণ করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শ্রীবলরাম হচ্ছেন আদি বিষ্ণু, তাই যে কেউ সকাল সন্ধ্যায় শ্রীবলরামের এই অপ্রাকৃত লীলাসমূহ স্মরণ করবেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হবেন এবং এইভাবে তাঁর জীবন সর্বতোভাবে সফল হবে।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরামের তীর্থে গমন' নামক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।